কালের কণ্ঠ

তারিখ 08 APR 2014
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

মফস্বলে বদলির তালিকায় তিন হাজার শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদক ▶

মফস্বল এলাকার সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শূন্যপদে বদলি করার জন্য শহরে কর্মরত প্রায় তিন হাজার শিক্ষকের তালিকা করা হয়েছে। তালিকাভুক্ত এই শিক্ষকরা ১০ থেকে ১৫ বছর, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে ২০ বছর ধরে শহরের স্কুলে কর্মরত রয়েছেন। তালিকাভুক্ত এসব শিক্ষককে আগামী ২০ এপ্রিলের মধ্যে মফস্বলের স্কুলে ▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৫

মফস্বলে বদলির তালিকায় তিন

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

বদলি করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাধ্যমিক শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তর থেকে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষার আঞ্চলিক উপপরিচালকদের নিজ নিজ অঞ্চলের মধ্যে শিক্ষক বদলির কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মাউশির মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন জানান, যেসব সরকারি মাধ্যমিক স্কুলে তুলনামূলক শিক্ষার্থী কম কিন্তু শিক্ষকের সংখ্যা বেশি সেখান থেকে এবং যেসব স্কুলে সর্বোচ্চ মেয়াদে কর্মরত শিক্ষক রয়েছেন তাঁদের বদলি করে যেখানে স্বল্পতা রয়েছে সেখানে পদায়ন করা হবে। তিনি আরো জানান, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গড়ে ২৫ শতাংশ শিক্ষকের স্বল্পতা রয়েছে। স্বল্পতা পূরণের জন্য অন্য অঞ্চল থেকে শিক্ষকদের ওই তিনটি অঞ্চলে পদায়ন করা হবে। এ জন্য বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলের আঞ্চলিক উপপরিচালকদের বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকদের চাহিদা মাউশিতে পাঠাতে বলা হয়েছে।

জানা গেছে, সারা দেশে বর্তমানে ৩২১টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ে আট হাজার ৪৬৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্মরত। তাঁদের মধ্যে ঢাকায় কর্মরত রয়েছেন প্রায় এক হাজার ১০০ শিক্ষক-শিক্ষিকা। বর্তমানে শূন্যপদ রয়েছে এক হাজার ৫৮০টি। এগুলো মূলত শহরের বাইরের স্কুল। মফস্বলের স্কুলগুলোতে শিক্ষকের অভাবে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে সারা দেশের সরকারি মাধ্যমিকে শিক্ষকদের পদায়নে 'সামঞ্জস্য' আনার জন্য অঞ্চলভিত্তিক শিক্ষক বদলির একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেছে মাউশি। এ ক্ষেত্রে শহরের স্কুলে বেশি মেয়াদে কর্মরত, কোচিং বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং অন্য কোনো কর্মকাণ্ডের জন্য অভিযুক্ত শিক্ষকদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গত ৩১ মার্চ কালের কণ্ঠে 'কোচিংবাজ শিক্ষকদের পার্বত্য জেলায় বদলির সিদ্ধান্ত' শিরোনামে এ-সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।